উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে পানি সংকট: আমাদের করণীয়

বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে পানির ঘাটতি

বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে অনাবৃষ্টি নৈমেত্তিক/ নিয়মিত ঘটনা। কৃষি এবং গৃহপালীত প্রাণী প্রধানত: ভূগর্ভস্থ পানির উপর নির্ভরশীল। বেশীরভাগ ভূগর্ভস্থ পানি গভীর নলকূপ দ্বারা উঠানো হয়। কৃষকরা পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি তাদের সেচ কাজের জন্য ব্যবহার করে। আরো কিছু শিল্প প্রতিষ্ঠান যেমন খনি এবং বিদুৎ উৎপানকারী পর্যাপ্ত পানির উৎস অব্যাহত রাখার জন্য প্রয়োজন প্রচুর বৃষ্টিপাত এবং নদীতে প্রয়োজনীয় পরিমাণ অব্যাহত পানি প্রবাহ। কম বৃষ্টিপাত (জলবায়ূ পরিবর্তনের কারণে) বিলম্বিত মৌসুমী বায়ু (জলবায়ূ পরিবর্তনের কারণে) এবং বড় ও প্রধান নদীর (যেমন তিস্তা নদী) পানি কম পাওয়া ইত্যাদি কারণে পানির উৎস ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। ফলে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর দিন দিন নিচে নেমে যাচ্ছে।

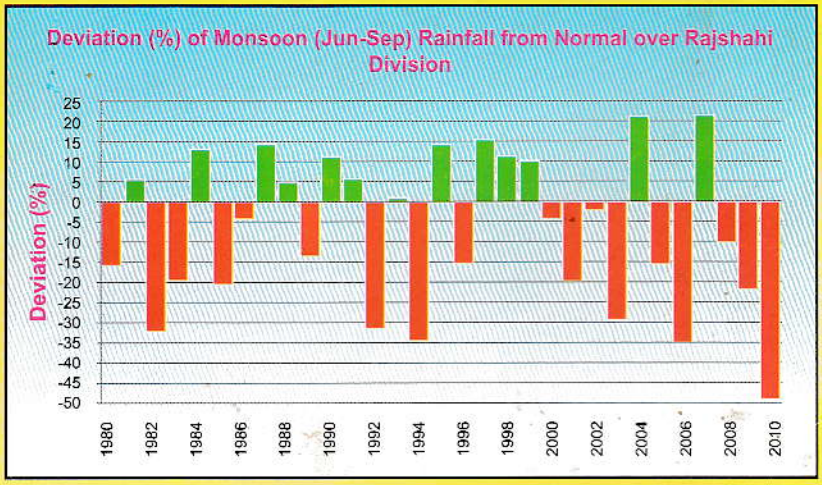

পানির ঘাটতির কারণে সৃষ্ট সমস্যাসমূহ

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে বিশেষত: দিনাজপুর, রংপুর, ঠাকুরগাও, পঞ্চগড়, জয়পুরহাট, নাটোর, রাজশাহী প্রভৃতি এলকায় সাধারণত ফেব্রুয়ারী থেকে জুন এই ৫ মাস পর্যন্ত পানির ঘাটতি দেখা যায়। এমনকি, কিছু এলাকায় প্রায় ৭ মাস পর্যন্ত পানির ঘাটতি দেখা যায়।

সেচ কাজের জন্য ডিজেল ইঞ্জিন দ্বারা পানি উঠানো ও খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্য খরচ প্রতিনিয়ত বাড়ছে। এখন শ্যালো মেশিন ও গভীর নলকূপ বসানো অনেক বেশী ব্যায়বহুল। কিছু কিছু এলাকায় প্রয়োজনীয় পানির জন্য গভীর (নলকূপ) স্থাপন করা এতই ব্যায়বহুল যে, জনগণের জন্য এসব মেশিন স্থাপন করা সামর্থ্যের বাইরে।

পানির ঘাটতি খাদ্য শস্য উৎপাদনের জন্য মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চল দেশের জাতীয় খাদ্যশস্য উৎপাদনের অন্যতম প্রধান উৎস হিসাবে বিবেচ্য। প্রয়োজনীয় পানি সরবরাহ ছাড়া খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। স্থানীয় জনগণ খরা/অনাবৃষ্টির কারণে খাদ্যশস্য উৎপাদন করে প্রয়োজনীয় আয় করতে পারছে না। গৃহস্থলী কাজের জন্য পানির পরিমাণ অপর্যাপ্ত। এর ফলে সামাজিক ও বিভিন্ন স্বাস্থ্যগত সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে (বিশেষ করে নারী ও শিশুদের ক্ষেত্রে)।

গোসল ও বিভিন্ন কাজের জন্য নলকূপের পানি আনতে তাদের ২ থেকে ৩ কি:মি: পর্যন্ত যেতে হয়। মহিলার সাধারণত হেটে পানি নিয়ে আসেন, ফলে তারা নিরাপত্তাহীনতায় থাকেন এবং অনেক সময় তাদেরকে বিভিন্ন মানুষের দ্বারা জ্বালাতনের শিকার হতে হয় (বিশেষ করে সন্ধ্যা ও রাতে)। অনেক সময় পানির অভাবে মানুষ সপ্তাহে একদিন/ দুইদিন গোসল করে, ফলে তাদের স্বাস্থ্যগত সমস্যা দেখা দেয়। কোন কোন সময় মহিলারা খোলা জায়গায় গোসল করে, এত করে সামাজিক নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়। পানি সংকট বিশিষ্ট গ্রামে অন্য এলকার মানুষ আত্মীয়তা করতে আগ্রহী হয় না। এতে বাবা মায়েরা তাদের ছেলে-মেয়েদের বিয়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জটিলতার সম্মুখীন হয়ে থাকেন।

সমস্যার স্বরূপ

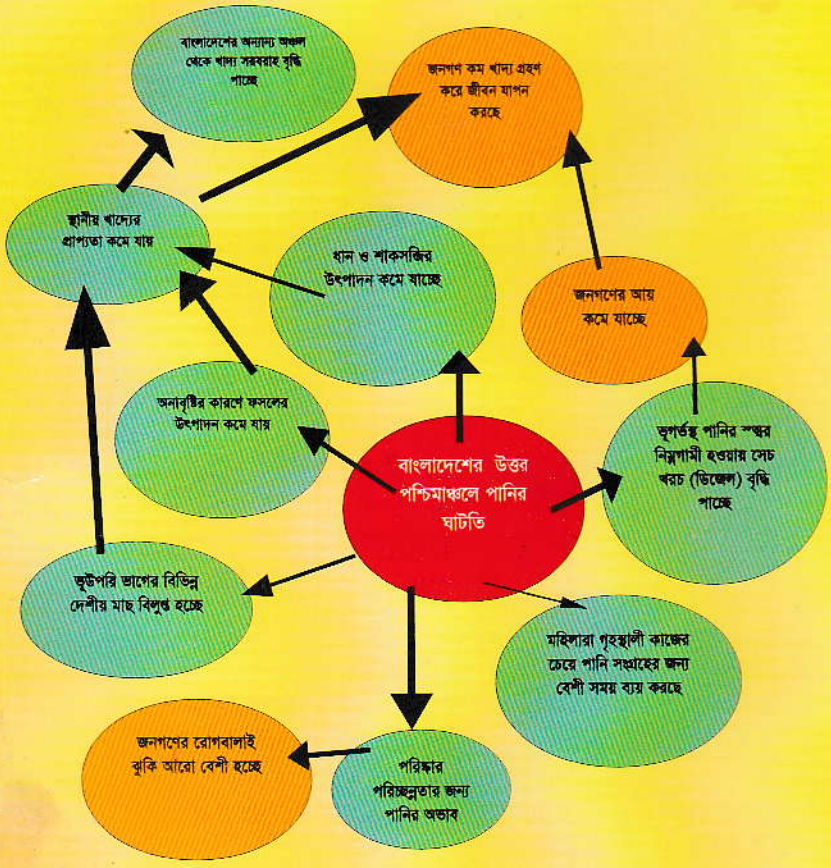

পানি সরবরাহ অবস্থা আশংকাজনক

ভূগর্ভস্থ পানির স্থর নিম্মগামী হতে থাকলে প্রতিটি এলাকার জীব বৈচিত্র্য, সভ্যতা ভবিষ্যতের জন্য হুমকির সম্মুখীন হবে। জীবনের জন্য পানির প্রয়োজন ।

পানি ছাড়া জীবন অকল্পনীয়। ভূগর্ভস্থ পানি নিম্মগামী হওয়ার অর্থহল অধিকাংশ নলকূপ অচল হয়ে পড়বে। সেই সময় নতুন নলকূপ গভীর থেকে গভীরতর করে স্থাপন করতে হবে

সমস্যের প্রয়োজনেঃ

আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এইসব প্রতিবন্ধকতার মোকাবেলা করতে হবে এবং জনগণের জীবিকায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পানির ঘাটতি কমিয়ে আনতে হবে।

আমাদের করণীয়ঃ

- কম পানি শোষণকারী খাদ্যশস্যের চাষ ও জনপ্রিয়তা বাড়াতে হবে। (যেমন-ভুট্টা, গম, ডাল)
- আদর্শ সেচ ব্যবস্থা সর্ম্পকে কৃষকদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে। (কৃষি মন্ত্রণালয় ও বেসরকারী সংস্থা)
- চাষ আবাদের ক্ষেত্রে পানির যথাযথ ও স্বল্প ব্যবহার সর্ম্পকে এলাকায়/ জাতীয় পর্যায়ে মতবিনিময় করতে হবে।
- ধান ক্ষেত থেকে নিস্কাশিত পানি ধরে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- সকল পর্যায়ে একই পানি ২/৩টি কাজে ব্যবহার করার উপায় বের করতে হক্ষ (যেমন-সব্জী ধোয়ার পানি পশুকে খাওয়ানো যেতে পারে, গোসলের পানি গাছে/ ফসলে দেওয়া যেতে পারে)
- বৃষ্টির পানি ধরে রাখার জন্য পুকুর খনন/ সংস্কার করতে হবে

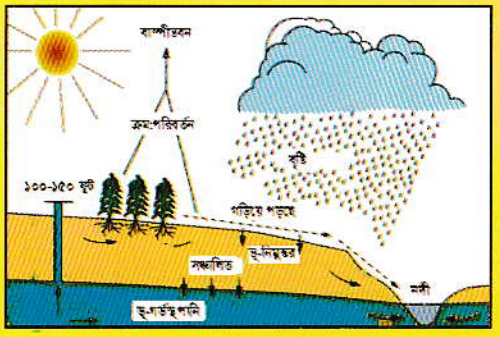

বর্তমান

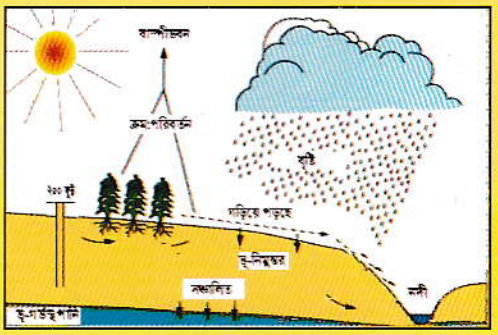

ভবিষ্যৎ

- বৃষ্টি থেকে পাওয়া পানি পকুর, খাল এবং পানি ট্যাংক এর মধ্যে সংরক্ষণ করা যেতে পারে- যা সংকটকালে ব্যবহার করা যাবে।
- পানির ঘাটতি এবং আবহাওয়ার পরিবর্তন সর্ম্পকে জনগণকে অবহিত করতে হবে।
- ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর প্রতিবছর পরীক্ষা করতে হবে এবং ভবিষ্যতের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- খনি থেকে নির্গত পানি পরিশোধন করে কৃষি ও গৃহস্থালী কাজে ব্যবহারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (সরকারী পর্যায়ে)।
- তিস্তা নদীর পানির ন্যায্য বন্টন সর্ম্পকে ভারতের সাথে চুক্তি করতে হবে। (জাতীয় পর্যায়ে সরকারী ভাবে)

খনি থেকে নির্গত দূষিত পানি অগভীর নলকূপের মাধ্যমে ধান চাষে ব্যবহারে বাধ্য হচ্ছে কৃষক। এর ফলে জমির উর্বরতা, গুনাগুন ও উৎপাদনশীলতা কমে যাচ্ছে।

GBK গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র
GRAM BIKASH KENDRA

হলদীবাড়ী রেলগেট,পার্বতীপুর-৫২৫০, দিনাজপুর বাংলাদেশ।
ফোন: ৮৮-০৫৩৩৪-৭৪৪১১, ফ্যাক্স: ৮৮-০৫৩৩৪-৭৪৩৩২
ই-মেইল: gbkpbt@yahoo.com
website: www.gbk-bd.org

VSO
ভলান্টারী সার্ভিসেস ওভারসীজ বাংলাদেশ
২/৭ ব্লক সি, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭।
ফোন: ৮৮-০২-৯১১৮৫৪১

Printed By: Comtech Computer & Printers, Centrat Road, Rangpur. Mobile: 01715-004122